দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 SEP 1996
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

004

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

—কাজী রফিকুল আলম

আজ ৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণ সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা সমপর্কে মোটেই সচেতন নয়। ফলে, বাংলাদেশের প্রতি চারজনের মধ্যে তিনজন নিরক্ষর। যে দেশে এত অধিক সংখ্যক লোক নিরক্ষর, যে দেশের উন্নয়ন আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় দেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে অন্ধের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। অন্ধের সাথে নিরক্ষরের এতটুকু তফাৎ এই যে, নিরক্ষর ব্যক্তি বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে শুধুমাত্র তার চারিপার্শ্বে দেখতে পারে যা একজন অন্ধ পারে না। আর সকল ক্ষেত্রে অন্ধ ও নিরক্ষরের ভূমিকা এক। এমনকি নিরক্ষর ব্যক্তি তাঁর চারিপার্শ্বে যা দেখে তার অনেক কিছু তাঁর জ্ঞানের অভাবে বুঝতে পারে না। যেমন ধরুন, একজন নিরক্ষর কৃষক বাজার থেকে কয়েক প্রকার সারের প্যাকেট কিনে এনেছেন। দোকানদার কতটুকু জমিতে কি পরিমাণ সার এবং কোন সার কখন দিতে হবে তা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জমিতে সার দেওয়ার সময় কোন সার এখন দিতে হবে তা কৃষকেরব খেয়াল না থাকায় তিনি ভুল সার প্রয়োগ করেছেন। ভুল প্রয়োগের ফলে সার কাজে না লাগায় তাঁর ফসল কমে গেছে। অথবা ধরুন জমিতে কতটুকু সার প্রয়োগের কথা হিসাব না জানায় কৃষক সার প্রয়োগ করেছেন। ফলে গাছ অনেক বেড়ে গিয়ে পাতা বেশী হয়েছে। ফলে ফলন কমে গেছে। কিন্তু যদি কৃষক পড়তে জানতেন তবে সারের প্যাকেটে যে কাগজে সার প্রয়োগ পদ্ধতি লেখা ছিল তা পড়ে তিনি সে মত কাজ করতে পারতেন। তাহলে একজন অন্ধের সাথে নিরক্ষরের পার্থক্য কোথায়।

নিরক্ষরতার কারণে ভুল ঔষধ খাইয়ে রোগীকে মেরে ফেলা অথবা নিজ সম্পত্তি বন্ধক দিতে যেয়ে দলিলে টিপসই দেয়া— এ ধরনের ঘটনাতো অহরহ ঘটছে। ছেলে বা মেয়ে জামাই এর কাছে চিঠি লিখে খবরাখবর নেয়া অথবা খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য কুরআন-হাদীস জানা কোনটাইতো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মাল বিক্রি করে মহাজনের কাছে ঠকে এসেও তিনি বুঝতে পারেন না যে, তিনি ঠকে এসেছেন। এক কথায়, তিনি প্রতি পদে পদে ঠকছেন কিন্তু এ বিষয়ে তিনি মোটেই সজাগ নন।

আবার দেখুন কলেরার প্রকোপ হয়েছে। দেয়ালে পোস্টার দেয়া আছে কলেরার প্রকোপ হলে কি কি করা উচিত। কিন্তু নিরক্ষরতার কারণে পোস্টারে কি লেখা আছে তা একজন কৃষক জানেন না। ফলে তিনি কলেরা সম্বন্ধে তাঁর পরিবারবর্গকে সতর্ক করতে পারেননি। ছেলেটি হাত ধুয়েই অথবা মাছি বসা খাবার খেয়েছে। ফলে তাঁর ছেলেটি কলেরায় মারা গেছে। বাড়ীর অন্য সকলে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। একজন নিরক্ষরের শত্রু অনেক। সংক্রামক ব্যাধি, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ভগ্নস্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি অবমাননা ও অসম্মানজনক অবস্থা। আবার একজন নিরক্ষরেরব ব্যক্তি স্বাধীনতা বা মানবিক অধিকার ভোগ করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। আপদে বিপদে তিনি সম্পূর্ণ দিশেহারা। ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষা প্রদানে অথবা উন্নততর জীবন গঠনে তাঁরা যথাযথ ভূমিকা পালনে অক্ষম। নিজ অবস্থা পরিবর্তনে তাঁদের আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব। মোটকথা, নিরক্ষরতা তাঁদের জীবনে অভিশাপস্বরূপ।

এতো গেল ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে ক্ষতি। অধিকাংশ জনসাধারণ নিরক্ষর হলে সে দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। বিভিন্ন দেশে গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, যে দেশের সাক্ষরতার হার যত বেশী সে দেশ তত উন্নত এবং যে দেশের সাক্ষরতার হার যত কম সে দেশের উন্নয়ন তত পেছনে। অর্থনীতিকগণ নিরক্ষরতাকে উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ কথা সত্য যে, নিরক্ষর কৃষকদের দিয়ে কোন প্রকার কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। সাথে সাথে নিরক্ষর শ্রমিক দিয়ে মিল, কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনে শিক্ষার উপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন "পাঠ কর, আর তোমার প্রভু মহা-মহীয়ান। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, আর মানুষকে তা শিখিয়েছেন যা সে জানতো না"। পবিত্র হাদিসের মধ্যে বার বার লেখাপড়া শেখার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে "জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ"। সুতরাং খাঁটি মুসলমান হতে হলে অবশ্যই তাঁকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আবার জ্ঞান অর্জন করতে হলে লেখা পড়া জানা

৫-এর পৃঃ দেখুন

সাক্ষরতা দি[illegible]

৫-এর পৃষ্ঠার পর

প্রয়োজন। আজকের এই [illegible] যুগে জ্ঞান অর্জন করা আরো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সাথে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের শিখতে হচ্ছে। কল-কারখানায় নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে। অশিক্ষিত শ্রমিকদের নতুন প্রযুক্তি শিখতে অসুবিধা হচ্ছে। ফলে তাদের চাকরিচ্যুতি ঘটছে। অজ্ঞতার কারণে নিরক্ষর শ্রমিক কারখানার যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করার ফলে মেশিনের উৎপাদন কমে আসছে। শিল্প সতর্ক আইন না জানার কারণে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা, রাসায়নিক দ্রব্যের অপচয় ও অপব্যবহার ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাসায়নিক দ্রব্য অপব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নিরক্ষরতা ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ। সুতরাং দেশ ও জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকলকে জরুরী ভিত্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।